কোরআনে হযরত নূহ(আঃ)- ৬

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম।

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে,"**কোরআনে হযরত নূহ (আঃ)-৬"**

হযরত নূহ(আঃ) এঁর ঘটনা কম বেশী আমরা জানি। নূহের প্লাবন ও নৌকা সম্পর্কেও আমাদের ধারণা রয়েছে। নূহ ও তাঁর ঈমানদার সাথি ছাড়া সকলকেই আল্লাহ তায়ালা পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। হযরত আদম(আঃ) একটি ইসলামী সমাজ সুস্থ, শান্তিপূর্ণ ন্যায়নিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন। আদম(আঃ) এর নির্মিত সমাজ ছিল তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের উপর পূর্ণ বিশ্বাসের সমাজ। সে বিশ্বাসের বিকৃতি ঘটে নূহ(আঃ) এর আবির্ভাবের পূর্বে। এ বিকৃত সমাজকে সতর্ক করার জন্য হযরত নূহ(আঃ) কে আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন। তার কওম যেন ফিরে আসে সঠিক পথে। নূহ (আঃ) ৯৫০ বছর তার জাতির কাছে ছিলেন এবং তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলেন আল্লাহর সাথে শিরক না করার জন্য।

অধিকাংশ তফসীরকারকগণ একমত যে তিনি বর্তমানের ইরাক অঞ্চলে আবর্ভূত হয়েছিলেন এবং তার নৌযানটি জুদি পাহাড়ের এলাকায় এসে থেমেছিল। এবং আল্লাহর ইচ্ছায় প্লাবনের পানি নেমে গিয়েছিল। ধ্বংস করে দিয়েছিলেন আল্লাহ তা'য়ালা পুরো জাতিকে এবং বাঁচিয়ে রেখেছিলেন মুষ্টিমেয় ঈমানদার লোকদেরকে। এই প্লাবনে মৃত্যুর হাত থেকে নূহের ছেলেকেও

আল্লাহ রক্ষা করেননি, কারণ সে ছিল মুষরিকদের অন্তর্ভূক্ত।

১৩টি সুরায় ১১৪টি আয়াতে পবিত্র কোরআনে নূহের কওমের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কয়েকটি খন্ডে এগুলো পেশ করা হবে ইনশাল্লাহ।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আনকাবুত

১) আমি নূহকে পাঠিয়েছিলাম তার কওমের কাছে। সে তাদের মধ্যে অবস্থান করেছিল পঞ্চাশ কম একহাজার বছর। অবশেষে তাদের পাকড়াও করে তুফান(প্লাবণ)। কারণ তারা ছিল যালিম।

সুরা আনকাবুত ২৯, আয়াতঃ১৪

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ

আমি তো নূহ (আঃ)কে তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। তিনি তাদের মধ্যে অবস্থান করেছিলেন পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর। অতঃপর প্লাবণ তাদেরকে গ্রাস করে, কারণ তারা ছিল অত্যাচারী।

Click here

২) তারপর আমি নাজাত দিয়েছিলাম নূহকে এবং নৌযানে আরোহীদেরকে এবং এ ঘটনাকে করে দিয়েছি জগদ্বাসীর কাছে একটি নিদর্শন।

সুরা আনকাবুত ২৯, আয়াতঃ১৫

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ

অতঃপর আমি তাকে এবং যারা নৌকায় আরোহণ করেছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং বিশ্বজগতের জন্যে একে করলাম একটি নিদর্শন।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আস্ সাফ্ফাত

৩) নূহ আমাদের ডেকেছিল , আর আমরা ডাকে কতোইনা উত্তম সাড়াদানকারী।

সুরা আস্ সাফ্ফাত ৩৭ , আয়াতঃ ৭৫

وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ

নূহ(আঃ) আমাকে আহ্বান করেছিলেন ,আর আমি কত উত্তম সাড়াদানকারী!

৪) আমি তাকে এবং তার পরিবার-পরিজনকে উদ্ধার করেছিলাম মহাসংকট থেকে।

সুরা আস্ সাফ্ফাত ৩৭, আয়াতঃ ৭৬

وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ

তাকে ও তার পরিবারকে উদ্ধার করেছিলাম মহা বিপদ হতে।

৫) তার বংশধরদেরই আমি অবশিষ্ট রেখেছি প্রজন্মের পর প্রজন্ম।

সুরা আস্ সাফ্ফাত ৩৭,আয়াতঃ ৭৭

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ

তার বংশধরদেরকেই আমি বিদ্যমান রেখেছি বংশ পরম্পরায়।

৬) আমি তার সুনাম স্মরণীয় করে রেখেছি পরবর্তীদের মাঝে।

সুরা আস্ সাফ্ফাত ৩৭, আয়াতঃ৭৮

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ

আমি তার নাম পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি।

৭) সমগ্র জগতের মধ্যে নূহের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক।

সুরা আস্ সাফ্ফাত ৩৭, আয়াতঃ৭৯

سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ

সমগ্র জগতের মধ্যে নূহ (আঃ) এর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।

৮) এভাবেই আমি পুরস্কৃত করে থাকি কল্যাণপরায়নদের।

সুরা আস্ সাফ্ফাত ৩৭, আয়াতঃ ৮০

إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

৯) সে ছিল আমার মুমিন বান্দাদের একজন।

সুরা আস্ সাফ্ফাত ৩৭, আয়াতঃ ৮১

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ

সে ছিল আমার মুমিন বান্দাদের অন্যতম।

১০) তারপর আমি বাকী সবাইকে ডুবিয়ে দিয়েছি পানিতে।

সুরা আস্ সাফ্ফাত ৩৭, আয়াতঃ ৮২

ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ

অবশিষ্ট সকলকে আমি নিমজ্জিত করেছিলাম ।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে সুরা আয্ যারিয়াত

১১) আরো আগে আমি ধ্বংস করে দিয়েছিলাম নূহের জাতিকেও। তারা ছিল এক ফাসিক-সীমালংঘনকারী সত্যত্যাগী জাতি।

সুরা আয্ যারিয়াত ৫১, আয়াতঃ ৪৬

وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ

(ধ্বংস করেছিলাম) ইতিপূর্বে নূহ (আঃ)এর সম্প্রদায়কে, তারা ছিল ফাসেক সম্প্রদায়।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা , আখেরাতে কল্যাণ পেতে হলে দুনিয়ায় পরিশ্রম করতে হবে। যেমন হযরত নূহ(আঃ) সাড়ে নয় শত বছর জীবিত ছিলেন। পুরো সময়টাই তিনি কওমকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন।মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া তার দাওয়াত কেউ কবুল করেনি। কবুল করা না করা আমাদের দায়িত্ব নয়। আমাদের দায়িত্ব আল্লাহর পথে আহ্বান করা। আসুন আমরা এ দায়িত্ব পালণ করি। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুণ। আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....